সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২২১
WEEKLY BOOKLET:221

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর
লিখিত কিতাব "নেকীর দাওয়াত"র একটি অংশ

লক্ষ নেকী ও লক্ষ গুনাহ

ঈমান গ্রহণের পর সাহাবায়ে কিরামের আবেগ
দোকান উল্টিয়ে দিবো
নেককারদের মতো কে রয়েছে?
প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে সারা বছর ইবাদতের সাওয়াব

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এ বিষয়বস্তুটি "নেকীর দাওয়াত" কিতাবের ১৭৮-১৯০ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে।

লক্ষ নেকী ও লক্ষ গুনাহ্

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিপালক! যে ব্যক্তি **"লক্ষ নেকী ও লক্ষ গুনাহ্"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ইলম ও তাকওয়ার প্রতিচ্ছবি বানাও আর তার উপর স্থায়ীভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে আমার প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসার কারণে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তাঁর বদান্যতার দায়িত্বে একথা অপরিহার্য করে নিয়েছেন যে, তার ঐ দিন ও ঐ রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

(মুজাম কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নেকীর দাওয়াত দেয়া এক মজার ইবাদত

নেকীর দাওয়াত দেয়াতে কখনও অলসতা করা উচিত নয়। এই দ্বীনি কাজটি যদি ইখলাস সহকারে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের আশায় করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে এটি একটি অত্যন্ত মজার ইবাদত। যেমনিনভাবে- আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি চারটি বিষয়ে ইবাদতের স্বাদ পেয়েছি (১) **আল্লাহ পাকের** ফরজ সমূহ আদায় করাতে, (২) **আল্লাহ পাকের** নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকাতে, (৩) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ভালো কাজের আদেশ দেয়াতে এবং (৪) **আল্লাহ পাকের** শাস্তি হতে সুরক্ষিত থাকার জন্য অসৎ কাজ হতে নিষেধ করাতে। (আল মুনব্বিহাত, ৩৭ পৃষ্ঠা)

নেকীর দাওয়াত হতে বঞ্চিত হওয়া অবস্থায় মৃত্যু কামনা

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু বাকরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদা বলেন: 'কোন প্রাণীর মৃত্যু না হয়ে বরং আমার নিজের মৃত্যু হওয়াটাই আমি পছন্দ করি। এ কথা শুনে উপস্থিত সকলে ঘাবড়ে গিয়ে আরয করলেন: এমন কেন? তিনি জবাবে বললেন: আমার ভয় হয় জীবনে কখনও এমন যুগ

www.dawateislami.net

দেখতে পাই যে, যে যুগে ভালো কাজের আদেশ দিতে পারবো না ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে পারব না। কেননা, এমন যুগে কোন কল্যাণ নেই।

(শরহুস সুদূর, ১১ পৃষ্ঠা। ইবনে আসাকির, ৬২তম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের কী যে চমৎকার আগ্রহ ছিলো! তাঁদের মাদানী চিন্তা-চেতনা যে কী ধরনের ছিল! আর **নেকীর দাওয়াতের** প্রতি তাঁদের কী রকমের যে আগ্রহ ও একনিষ্ঠতা ছিল! তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁদের মন-মানসিকতা এমন ছিল যে, **নেকীর দাওয়াত** ব্যতিরেকে যেনো তাঁরা জীবন যাপনের কোন কল্পনাও ছিলো না। এদিকে আমাদের অবস্থাও দেখুন! আমাদের **নেকীর দাওয়াত** দেয়ার হাজারো সুযোগ রয়েছে, অথচ সেদিকে আমাদের কোনরূপ ভ্রূক্ষেপও নাই। অথচ অনেক অবস্থা এমনও এসে যায়, যেসব অবস্থায় অসৎকাজে বাঁধা দেওয়া ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু আফসোসের বিষয়, সেদিকেও আমাদের কোন খেয়ালই থাকে না।

মন্দ আকীদা হতে তাওবা

নেকীর দাওয়াত দেয়ার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ার জন্য, মন-মানসিকতা ও আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য,

www.dawateislami.net

মন্দ-আকীদা মিটিয়ে দেবার অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য এবং বিপথগামী লোকদের সংশোধনের মাধ্যম হয়ে নিজেকেও জান্নাতের হকদার হিসাবে তৈরি করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আপনার ঈমানকে হিফাজত করার জন্য সচেষ্ট থাকুন। নিয়মিত নামায অব্যাহত রাখুন। সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন। নেক আমল অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন। আর তাতে অটল থাকার জন্য প্রতিদিন পরকালীন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতঃ নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করতে থাকুন। প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট তা জমা করিয়ে দিন আর এই মাদানী উদ্দেশ্য **'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধোনের চেষ্টা করতে হবে'** অর্জনের উদ্দেশ্যে আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন। আসুন, আপনাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার শুনাই।

পাঞ্জাবের এক ইসলামী ভাই যা লিখিত বক্তব্য পেশ করেন সেটির সারমর্ম আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমার উঠা-বসা ছিল মন্দ-আকীদা বিশিষ্ট লোকদের

www.dawateislami.net

সাথে। কম বেশি ১৩ বছর ধরে তাদের গোমরাহীপূর্ণ সংস্পর্শে থেকে আমার আকীদাও **আল্লাহ**র পানাহ! তাদেরই মতো হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আমার আমলের অবস্থাও তেমন ভালো ছিলো না। আমি সিনেমা, নাটক, গান-বাজনার পাগল ছিলাম। আমার মুখে সুন্নাত মোতাবেক দাঁড়িও ছিল না, ছোটছোট দাঁড়ি ছিলো। আমার 'জেনারেল ষ্টোরের' পাশের মসজিদটিতে এক দ্বীনি 'তালেবে ইলম' ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিতো এবং মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্ত বয়স্কদের) পড়াতে আসতেন। সম্ভবত: ১৪২০ হিজরীর সফর (১৯৯৯ সালের জুন) মাসের ঘটনা। শহর পর্যায়ের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা আমাদের এলাকায় সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিল। এমন দিনে সেই 'তালেবে ইলম'টি আরেকটি ইসলামী ভাইকে সাথে নিয়ে আমার দোকানে এসে উপস্থিত। তারা আমাকে সালাম করেন। যেহেতু **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদেরকে গোমরাহ মনে করার কারণে আমি তাদের ঘৃনাভরে দেখতাম। তাই তাদের সালামের জবাব দিলাম না, আর তাদের এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্যে দোকানের জিনিস পত্র পরিস্কার করতে লেগে গেলাম। তারা কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। অতঃপর বড়ই কোমল স্বরে মুচকি হেসে শহরে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়

www.dawateislami.net

যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন। আমি তো তাদের দাওয়াত কবুল করলামই না, তদুপরি তাদের গালমন্দ করা শুরু করলাম। আমার এই আচরণ দেখে তাদের চেহারায় অনীহা এসে গেল। কিন্তু তাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতি লাখো সালাম অবশ্যই দিতে হয়। তারা মুখে একটি কথাও ফিরিয়ে দেননি। তাদের এই বিরল চরিত্র ছিল সত্যিকার অর্থে মনোমুগ্ধকর। আমি যখন সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে ঘরে চলে গেলাম আর রাতের খাবার শেষ করলাম, তখন সেই দুইজন আশিকে রাসুলের দাওয়াতের কথা মনে পড়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম, অন্তত গিয়ে তো দেখতে পারি তারা ইজতিমায় করেটা কী? অতএব, আমি কেবল তাদের দেখার জন্যই চলে গেলাম। আমি তো দেখতেই গিয়েছিলাম, এদিকে আমার ভাগ্য জেগে উঠল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه, ইজতিমায় থাকাকালীন আমি জাগ্রত অবস্থাতেই কপালের চোখে **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হৃদয়-কাড়া সোনালী জালী দেখতে পাই। সেই ইজতিমায় সর্দারাবাদ থেকে আগমন করা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগটি সুন্নাতে ভরা বয়ান করেন।

ইজতিমা শেষে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তিনি আমাকে **একক প্রচেষ্টা** করেন। ফলশ্রুতিতে আমি মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়্যত করে নিলাম আর অতি শীঘ্রই

www.dawateislami.net

আমার আশিকানে রাসূলের সাথে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যায়। আমাদের মাদানী কাফেলাটি একটি মসজিদে গিয়ে অবস্থান নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রথম রাতেই আমি গুনাহ্গারের উপর দয়া হয়ে গেল। আমি দেখলাম কী, (আমার সামনে) মসজিদে নববী শরীফের আঙ্গিনা, আর আমি ঝাড়ু দিচ্ছি! দেখতে দেখতে সোনালী জালিগুলো খুলে যাচ্ছে আর **উম্মতের একমাত্র কর্ণধার, ইলমে গাইবের আধার, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইরে তশরীফ আনলেন। আমার নাম ধরে ইরশাদ করলেন: "তোমার ভেতরটাও পরিষ্কার করে নাও"। এই স্বপ্ন দেখেই আমার মনের মাঝে মাদানী বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে গেল। অথচ এর আগেও আমি **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হায়াতুন্নবী হওয়াটাই মানতাম না (**আল্লাহ**র পানাহ!)। আর **আল্লাহ**র পানাহ! আমার আকীদা ছিল, **নবী পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের দেখেনও না, আমাদের কথা শুনেনও না, আর তিনি আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিতও নন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সত্য আমার কাছে প্রকাশিত হয়ে গেলো যে, **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের কেবল নামই না, বরং অন্তরের অবস্থাদি সম্পর্কেও ভালভাবে অবগত আছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি মন্দ-আকীদা থেকে সত্যিকারভাবে তাওবা করে নিলাম।

www.dawateislami.net

সেদিনও ছিল কিন্তু আজকের দিনে আমার মুখে পুরো এক মুষ্ঠি দাঁড়ি রয়েছে। মাথায় রয়েছে পাগড়ীর মুকুট। গায়ে রয়েছে সুন্নাত মোতাবেক মাদানী লেবাস। বর্তমানে আমার পরিবারের সবাই মাদানী রঙে রঙ্গিত হয়ে গেছে। **আল্লাহ পাকের** শান, যে আশিকে রাসূল দোকানে এসে আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আর যারা ইজতিমা শেষে আমাকে **একক প্রচেষ্টা** করেছিলেন তারা আজ উন্নতি করতে করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শুরার একজন রোকন হয়ে গেছেন। এই বক্তব্য প্রদান কালে আমি প্রায় দশ বছর ধরে দ্বীনি পরিবেশে রয়েছি, আর পর পর তিন বছর পর্যন্ত মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমানে আমার তেহসীল মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে যিম্মাদারী পালন সহ তিনবার বাংলাদেশে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করারও সুযোগ হয়। **আল্লাহ** আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করুক। ইখলাস সহকারে দ্বীনি কাজ করার সৌভাগ্য দান করুন আর ঈমান ও ক্ষমার সাথে মদীনার গলিতে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

সিকনে সুন্নাতেঁ, মসজিদে আওঁ চলে
লায়ে হেঁ কাফিলে আশিকানে রাসূল।
ইয়াদ রাখনা সবি ছোড়না মাত কাভি
দামনে মুস্তফা আশিকানে রাসূল।
কাশ! দুনিয়া মে তুম দো বা'ফজলে খোদা
দ্বীন কা ঢংকা বাজা আশিকানে রাসূল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কী যে অনুপম মর্যাদা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **দয়ালু আল্লাহ পাকের** শান যে কত মহান! কারও উপর যখন তাঁর দয়া হয়ে যায়, তখনই তাকে রহমত দ্বারা তিনি বিগড়ে যাওয়া ভাগ্যকে অনুপম সাজে সাজিয়ে দেন। যে ব্যক্তি **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত, তার হৃদয়কে মন্দ-আকীদার পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে দিয়ে আপন মাহবুরের শান বর্ণনাকারী বানিয়ে দেন। যেমন; আপনারা এই মাত্র মাদানী বাহারে লক্ষ্য করেছেন। **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনা কার ব্যাপারে কেমন তা কেউ জানে না। এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে, যারা **মদীনার তাজেদার হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বকে কেবল

www.dawateislami.net

অস্বীকারই করত না, বরং ঘৃনাভরে তাঁর বিরোধীতা করত, **আল্লাহ পাক** তাদেরকে ইসলামের দৌলত দান করে আপন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি প্রাণোৎসর্গকারী বানিয়ে দিয়েছেন। আসুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'সাহাবায়ে কিরাম কা ইশ্‌কে রাসূল'** কিতাবের ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা থেকে কিছু সাহাবীর নবী-প্রেমের ঘটনা শুনুন।

ঈমান গ্রহণের পর সাহাবায়ে কিরামের আবেগ

﴾১﴿ হযরত সায়্যিদুনা সুমামা বিন উছাল ইয়ামামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যিনি ইয়ামামা বাসীদের সর্দার ছিলেন, ঈমান আনার পর তিনি বলতে লাগলেন: "আমি **আল্লাহ**র কসম করে বলছি, আমার কাছে দুনিয়াতে **আপনার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চেহারার মত ঘৃনিত চেহারা আরেকটি ছিলনা। আজ সেই আপনার চেহারাই আমার কাছে সব চেহারার চাইতে অধিকতর প্রিয়তর। **আল্লাহ**র কসম, আপনার দ্বীনের মত আর কোন ধর্ম আমার কাছে মন্দ ছিল না। আজ আপনার সেই দ্বীনই আমার নিকট দুনিয়ার সকল ধর্মের চাইতে অধিকতর পছন্দনীয়। **আল্লাহ**র কসম, আপনার শহরের চাইতে ঘৃনিত কোন শহর আমার দৃষ্টিতে আরেকটি ছিল না।

www.dawateislami.net

আল্লাহর শপথ, আজ সেই শহরই আমার নিকট দুনিয়ার সকল শহরের চাইতে অধিকতর প্রিয়।”

(বুখারী, ৩য় খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৩৭২)

﴾২﴿ হযরত সায়্যিদাতুনা হিন্দ বিনতে উতবা (আবু সুফিয়ান বিন হারবের স্ত্রী) رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا যিনি হযরত সায়্যিদুনা আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিলেন, ঈমান আনার পর বলতে লাগলেন: **“ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এই পৃথিবীতে আমার চোখে আপনার তাঁবুর লোকদের চেয়ে অধিক ঘৃনিত আর কেউ ছিল না। কিন্তু আজ আমার চোখে পৃথিবীর বুকে আর কোন তাঁবুর লোকজন আপনার তাঁবুর লোকজনের চেয়ে অধিক প্রিয় নয়।”

(বুখারী, ২য় খন্ড, ৫৬৭ পৃষ্ঠা , হাদীসঃ ৩৮২৫)

﴾৩﴿ হযরত সায়্যিদুনা ছাফওয়ান বিন উমাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন:“হুনাইন (গযওয়ার) যুদ্ধের দিনে **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে সম্পদ দান করেন। অথচ **তিনি** আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘৃনিত ব্যক্তি ছিলেন। **তিনি** আমাকে দান করতে থাকেন, এক পর্যায়ে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে গেলেন।”

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৬৬৬)

www.dawateislami.net

শরাবে ইশ্‌কে আহমদ মে কুচ এয়চি কেয়ফ ও মাস্তি হে
কে জান দে কর ভি এক দু গুঁট মিল যায়ে তো স্‌সতি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমাকে তিন দিন ধোপী'র কাজ করতে হয়েছে!

আমাদের আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ الله প্রকাশ্যে ছাড়াও বাতেনী ভাবেও নেকী**র দাওয়াত** দিতে থাকেন। যেমন: ইমামুত তায়েফা হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বসরায় বসবাসরত এক মুরিদের মনে মনে কোন গুনাহের খেয়াল এলো। সেই গুনাহের নোংড়া মনোভাবের কারণে সাথে সাথে তার চেহারা কালো হয়ে যায়। সে বড় ভয় পেয়ে গেল। তিন দিন পর চেহারার কালো হওয়া চলে যায়, আর সে দিনই তার নিকট তার পীরের (মুরশিদের) চিঠি হস্তগত হয়। তাতে লেখা ছিল, নিজের মনকে আয়ত্বে রাখবে। তোমার চেহারার কালো ভাব ধৌত করার জন্য আমাকে তিন দিন পর্যন্ত ধোপার কাজ করতে হয়েছে। **(তাজকিরাতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

কামেল পীরের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা বুঝা গেলো, হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন একজন অন্তঃদৃষ্টি সম্পন্ন পীর। **আল্লাহ পাক** তাঁকে দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন। সেজন্যই তো তিনি বসরায় বসবাসরত নিজের মুরিদের মনের অবস্থা জেনে নেন। কালো চেহারাটিও দেখে নিয়েছেন, আর দূর থেকেই বাতেনী দৃষ্টি দান করে মুরিদের চেহারার কালোত্বও ধুয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনা থেকে আরও শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কামেল পীরের বদৌলতে মানুষ গুনাহ্ হতে সুরক্ষিত থাকে। যদি কোনরূপ ত্রুটি হয়েও যায়, তবে **আল্লাহ পাকের** আদেশে পীর-মুর্শিদের দৃষ্টি দানের কারণে সেটির সংশোধনের ব্যবস্থাও হয়ে যায়। তাই অবশ্যই কোন কামেল পীরের মুরিদ হওয়া সকলেরই উচিত। আরও এটাও জানা গেলো, **আল্লাহ পাকের** স্মরণের কারণে চেহারায় একটি নূরানী ভাব দেখা যায়। পক্ষান্তরে গুনাহের কারণে অন্তরও কালো হয়ে যায়। আর মুখেও কালিমা ছেয়ে যায়।

তেরে হাত মে হাত মেনে দিয়া হে,
তেরে হাত হে লাজ ইয়া গাউছে আযম!
মুরিদো কো খত্‌রা নেহি বাহরে গম ছে,
কেহ বেড়ে কে না খোদা গাউছে আযম।

www.dawateislami.net

নিকলা থা পেহলে তো ডুবে হুঁয়ে কো
আউর ডুবতোঁ কো বাঁচা গাউছে আযম। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উট যখন ইঁদুরের হয়ে গেল

কোন পরিপূর্ণ শর্তাবলী সম্পন্ন পীরের মুরিদ হয়ে যাওয়াতে আর কারও (অধিনস্ত) হয়ে থাকাতে কেবল মঙ্গলই মঙ্গল। যেমন: মুহাক্কিক আ'লাল ইতলাক, খাতিমুল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহ্লভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আউলিয়াগণের জীবনী সম্বলিত বিখ্যাত কিতাব **'আখবারুল আখিয়ার'**-এ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ হুস্সামুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনীতে বর্ণিত দুইটি হৃদয়-কাড়া কাল্পনিক ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে পীরে কামেলের মাধ্যমে মুরিদের অর্জিত হওয়া উপকারিতা বুঝা যায়। যেমন: তিনি বলেন: কোন ইঁদুর বনে একটি উট চরতে দেখে বলল: হে উট! তুমি কারো হয়ে যাও। উটটি জবাবে বলল: আমি তোমার হয়ে গেলাম। একদিন উটটি বনের সবুজ গাছপালা খাচ্ছিল। এমন সময় তার নাকের রশিটি গাছের ডালের সাথে শক্তভাবে পেঁচিয়ে যায়। ফলে উটটি অসহায় হয়ে পড়ে। এই নাজুক অবস্থায় সে ইঁদুরটিকে আহ্বান করল। এমনকি ইঁদুর

www.dawateislami.net

অন্যান্য ইঁদুরদেরকে নিয়ে ঘটনাস্থলে চলে এল। সবাই মিলে গাছের সাথে পেঁচানো রশিটি কেটে দিল। এভাবে উটটি মুক্তি পেয়ে যায়। (আখবারুল আখিয়ার, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাঙ দেখে ভয়ে পালাতে লাগলো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কাল্পনিক ঘটনায় এই কথাটাই হৃদয়ঙ্গম করানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, 'মুক্ত' থাকার চাইতে কারও 'হয়ে' বেঁচে থাক। অতএব, যে ব্যক্তি কোন পীরে কামেলের হয়ে যায়, তাহলে বিপদের সময় সেই কামেল পীরের বরকতে মুক্তি লাভের কোন মাধ্যম হয়ে যায়। এরই আলোকে আরেকটি মনোমুগ্ধকর ঘটনা শুনুন। এক মজলিসে কিছু লোক জমায়েত হয়েছিল। হঠাৎ একটি ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। এটা দেখে এক জ্ঞানী লোক মজলিস থেকে উঠে পালাতে লাগল। লোকেরা তাকে ভীত লোক বলে হাসাহাসি করতে লাগল। লোকেরা যখন তার কাছে ব্যাঙকে ভয় পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করল, জবাবে সেই জ্ঞানী লোকটি বলল: আমি ব্যাঙকে ভয় পাচ্ছিলাম না। অবশ্য আমি ভয় পাচ্ছিলাম সেই ব্যাঙের পেছনে কোন সাপ তো আসেনি। অনুরূপ কোন দরবেশ যদি খুবই দুর্বল হয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর সিলসিলা যদি মজবুত

www.dawateislami.net

হয়ে থাকে, তাহলে তাঁকে ভয় করতে উচিত। কেননা, তাঁকে মনে কষ্ট দিলে তাঁর সিলসিলার সকল মাশায়িখ অত্যন্ত ব্যথিত ও চিন্তিত হবেন। (আখবারুল আখিয়ার, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

মুরিদের পিঠ মজবুত হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাপ ব্যাঙ খায়। তাই জ্ঞানী লোকটি ব্যাঙ দেখে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কেননা, এমন যেন না হয় যে, ব্যাঙটিকে শিকার করার জন্য পেছনে সাপ আসবে আর তাকেও দংশন করবে। এই উদাহরণটি পেশ করার পর হযরত সায়্যিদুনা শায়খ হুস্‌সামুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দুর্বল দরবেশ এবং তাঁর সবল মুরশিদগণের উদাহরণ পেশ করেন। অতএব কোন মানুষ যখন কোন কামেল পীরের মুরিদ হয়ে যায়, তখন তার 'পিঠ মজবুত' হয়ে যায়। কারণ, তার পীর যদি দুর্বল ও হয়ে থাকে, তাঁর পীরের পীর কিংবা উর্ধ্বতন পীরগণ তো মজবুত। আর এভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'মলফুজাতে আ'লা হযরত' কিতাবের ২৬০ থেকে ২৬৩ পৃষ্ঠা হতে কিছু শিক্ষণীয় প্রশ্নোত্তর পেশ করা হচ্ছে। শুনুন, আর ঈমান তাজা করুন।

www.dawateislami.net

বাইয়াতের অর্থ

প্রশ্ন: 'বাইয়াত' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'বাইয়াত' শব্দের অর্থ 'বিক্রি হয়ে যাওয়া'।

মৃত্যুদন্ড কালে পীরের প্রতি মুরিদের দৃঢ় বিশ্বাস

(আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:) 'সবয়ে সানাবিল শরীফ' কিতাবে রয়েছে: বাদশাহ্ এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দিলেন। জল্লাদ তরবারী উঠাল। লোকটি আপন শায়খের মাযারের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেল। জল্লাদ বলল: এ সময়ে কেবলার দিকে মুখ করতে হয়। লোকটি বলল: তুমি তোমার কাজ কর। আমি তো কেবলার দিকেই মুখ করে নিয়েছি। বাস্তব কথা হলো, কাবা তো শরীরের কেবলা, আর শায়খ হচ্ছেন রূহের কেবলা। এরই নাম হল মুরিদী। যদি এমনি ভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে একটি দরজা (তথা পীর) ধরে নেয়, তাহলে তার ফয়েয আবশ্যই আসবে। তার পীর যদি শূণ্য হয়ে থাকেন, তার পীরের পীর তো শূণ্য হবেন না। তিনিও না হোক, হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তো ফয়েযের খনী ও নূরের উৎসমূল, তাঁর কাছ থেকে তো ফয়েয আসবেই। অবশ্য, সিলসিলা বিশুদ্ধ হতে হবে ও সংযুক্ত হতে হবে।

www.dawateislami.net

দোকান উল্টিয়ে দিবো

এই প্রসঙ্গে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে। কোন ফকির একটি দোকানে এসে বলল: একটি টাকা দাও। দোকানদার টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানাল। ফকিরটি বলল: "টাকা দেবে তো দাও, না হয় তোমার দোকান উল্টিয়ে দেব।" লোকজন জড়ো হয়ে গেল। ঘটনাক্রমে কোন কাশফওয়ালা বুযুর্গ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দোকানদারকে বললেন: লোকটিকে শীঘ্র টাকা দিয়ে দাও, না হয় দোকান উল্টে যাবে। কেননা! আমি এই ফকিরটির ভেতরে দৃষ্টি দিয়ে দেখেছি কিছু আছে কি না! দেখলাম একদম খালি। তারপর তার পীরকে দেখলাম, তাঁকেও শূণ্য পেলাম। তাঁর পীরের পীরকে অর্থাৎ দাদা-পীরকে দেখলাম, তিনি সত্যিকার অর্থে একজন আহ্লুল্লাহ্ (**আল্লাহ**ওয়ালা)। আরও দেখলাম যে, তিনি এই ভেবে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন যে, কখন এর মুখ দিয়ে কথাটি বের হবে, আর আমি দোকান উল্টিয়ে দিব। ঘটনাটি বলার পর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: সেই ফকিরটি তার পীরের দামান অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিল।

www.dawateislami.net

কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুরিদগণ

দ্বীনের ইমামগণ رَحِمَهُمُ الله বলেছেন: "হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রেজিষ্টার বইতে কিয়ামত পর্যন্ত হওয়া মুরিদানের নামসমূহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। যারা যারা বর্তমানে রয়েছেন ও ভবিষ্যতে হবেন।" হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "**আল্লাহ পাক** আমাকে একটি রেজিষ্টার দান করেছেন। সেটিতে কিয়ামত পর্যন্ত আমার যতসব মুরিদ হবে তাদের সকলের নাম লেখা ছিল। আর আমাকে বললেন: قَدْ وَهَبْنَا لَكَ অর্থাৎ এসব তোমাকে দান করা হলো।"

(বাহজাতুল আসরার, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

একটি আপত্তি ও তার জবাব

জিজ্ঞাসা: হুযুর! এ তো বাধ্য করে টাকা নেওয়া হলো। সেই **আল্লাহ**র অলিটি যদি তার দোকান বাঁচাবার জন্য টাকা দেবার জন্য তাগাদা দিয়ে থাকেন, তাহলে ব্যাপার তো এমন ছিল যে, অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দিতে হয়েছিল। অথচ সেই ফকিরটির দাদা-পীর ছিলেন **আল্লাহ**-ওয়ালা বুজর্গ। এ ধরনের অত্যাচার তাঁর কাছে কীভাবে বৈধ হতে পারে?

www.dawateislami.net

ইরশাদ: পবিত্র শরীয়াতের দুই ধরনের হুকুম রয়েছে। একটি হলো; প্রকাশ্য বিধান আর অপরটি হলো; গোপনীয় বিধান। বিচারক বলুন আর সাধারণ মানুষই বলুন তাদের দৌঁড় হল প্রকাশ্য অবস্থা পর্যন্ত। এদের পক্ষে এই প্রকাশ্য অবস্থায় বিচার করা জরুরী। যদিও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির নিকট বিচার তার উল্টোই হয়ে থাকে।

বিস্ময়কর হত্যা মামলা

(আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন:) এই উদাহরণটি হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগে ঘটেছিল। এক নিঃস্ব, অসহায়, রাতের খাবারের অভাবী ব্যক্তি দোয়া করত: "হে **আল্লাহ পাক**! তুমি আমাকে হালাল রিযিক দান করো।" হঠাৎ কোন রাতে তার ঘরে এক গাভী এসে উপস্থিত। সে মনে করলো, তার দোয়া কবুল হয়েছে। এই হালাল রিযিকটি তার কাছে গায়ব থেকে দান করা হয়েছে। গাভীটিকে সে জবাই করে দিল। মাংস রান্না করল আর খেল। সকালে মালিক এ ঘটনা জানতে পারল। সে হযরত দাঊদ عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে নালিশ করল। সায়্যিদুনা দাঊদ عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: "বাদ দাও। তুমি সম্পদশালী লোক। একটি সে না হয় খেয়ে ফেলেছে তাতে তোমার কি এসে

www.dawateislami.net

যায়?”লোকটি রাগান্বিত হয়ে বলল: “**হে আল্লাহর নবী!** আমি আমার হক চাই।” হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: “তুমি যদি হক চাও তাহলে শোন, গাভীটি তারই ছিল।” লোকটি আরও রেগে গেল। তখন হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام আরো বললেন: “কেবল গাভীটিই নয়, বরং তোমার কাছে যত সম্পদ আছে সবই তার ছিল।” সে আবারও আপিল করল। হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: “তুমি নিজেও তারই মালিকানায় আছো ও তারই গোলাম।” এবার সে পাগলপারা হয়ে উঠল। হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: “এর সত্যতা যদি তুমি যাচাই করতে চাও, তাহলে আমার সাথে এসো।” সেই ফকির ও গাভীটির মালিকটিকে সাথে নিয়ে তিনি বনে চলে গেলেন। ঘটনা ছিল বিস্ময়কর। সমগ্র সৃষ্টি জগত যেন একখানে হয়ে গেল। একটি বৃক্ষের নিচে এসে আদেশ দেওয়া হলো, “এখানে খনন কর।” খনন করার পর দেখা গেল, একটি মানুষের মাথা ও একটি ছুরি যেটিতে নিহত ব্যক্তির নাম খুদিত ছিল। **আল্লাহ**র নবী সেই বৃক্ষটিকে আদেশ দিলেন, “হে বৃক্ষ! তুমি কী কী দেখেছ সব কিছুর সাক্ষ্য দাও।” বৃক্ষটি আরয করল: **হে আল্লাহর নবী!** এ মাথাটি হল এই ফকিরটির পিতার। এই গাভীর দাবীদার লোকটি তার গোলাম ছিল। সে সুযোগ নিয়ে স্বয়ং তার মুনিবকে (অর্থাৎ

www.dawateislami.net

এই ফকিরটির পিতাকে) আমার নিচে এই ছুরিটি দিয়ে জবাই করে, আর ছুরিটি সহ জমিনে পুতে পেলে। এভাবে সে তার সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে নেয়। তার এই ছেলেটি তখন ছিল শিশু বয়সের। তার যখন বুদ্ধির বয়স এল, তখন সে নিজেকে একজন নিঃস্ব ও অভাবী হিসেবে পেল, আর সে এও জানতে পারেনি যে, তার পিতা কে ছিল এবং সে ধনবান ছিল না কি নিঃস্ব ছিল। গোপন অবস্থা ফাঁস হয়ে গেল। গোলামটির (অর্থাৎ গাভীর দাবীদারটি যেহেতু ফকিরটির পিতার খুনী ছিল, তাই) গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হলো, আর সব সম্পত্তি (যা ছিল গাভীর দাবীদারের) ওয়ারিশ হিসাবে ফকিরের হয়ে গেল। **(মসনবী শরীফ, ৩য় খন্ড, ২২৪ থেকে ২৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)**

(আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বললেন,) সেটি এখানেও প্রযোজ্য হতে পারে যে, দোকানদারটি এই ফকিরটির মওরেছের (অর্থাৎ ফকিরটি যার ওয়ারিশ) কাছে ঋণী। যদিও সেই ফকিরটিও সেই খবর রাখেনি, না সে এই দোকানদারকে চেনে। তাহলে এভাবে বাধ্য করে দেওয়ানোতে মূলত: কোন বাধ্যবাধকতা পরিলক্ষিত হয় না। বরং এ হলো: حَقَّ بِحَقَّ دَارِ رَسَانِيْدَن অর্থাৎ হকদারকে তার হক যথাযথ দিয়ে দেওয়াই।

www.dawateislami.net

হার হার যার্‌রা হার কাত্‌রা, শাহিদ হে হার হার লামহা
ইচ্ কি কুদরত ও চনঅদ কা, একতায়ি ও ওয়াহদাত কা।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه ط اٰمَنَّا بِرَسُوْلِ اللّٰه

নেককারদের মতো কে রয়েছে?

ছরকারে নামদার, দো জাহানের মালিক মুখতার, শাহানশাহে আবরার হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সৎকাজে আহ্বানকারী সৎকর্ম সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৭৯) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "সৎকাজ যে করে, যে করায়, যে শেখায় আর যে পরামর্শ দেয় সবাই সাওয়াবের অধিকারী।" (মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ اللّٰه! **নেকীর দাওয়াতের** দ্বীনি কাজে ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে জায়েয পন্থায় সহযোগীরাও সাওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে। এ কাজে কুরআনের এই আয়াতের উপরও আমলের নিয়্যত করা যেতে পারে। যেমন: পারা: ৬, সূরা: আল মায়িদা, আয়াত: ২ এ ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ "আর সৎ ও খোদাভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যকে সাহায্য করো না।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সকল আমলকারীদের সাওয়াব

সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নবিয়্যীন, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সত্যপথের দিকে আহ্বান করে সে সকল আমলকারীদের ন্যায় সাওয়াব পাবে, আর এতে আমলকারীদের নিজেদের সাওয়াবে কোন কমতি হবে না, আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহ্বান করে, তার সকল গোমরা অনুসারীদের গুনাহের সমপরিমান তার গুনাহ হবে, আর এটা তাদের গুনাহ থেকে কোন কিছু কমাবে না।" **(মুসিলম, ১৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৬৭৪)**

লক্ষ নেকী ও লক্ষ গুনাহ্

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'এই হুকুম (সাধারণ, অর্থাৎ) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় সকল

www.dawateislami.net

সাহাবী, মুজতাহিদ ইমামগণ, উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন সবাইকে শামিল করে। যেমন; কারো দ্বীন প্রচারের দ্বারা যদি এক লাখ মানুষ নামাযী হয়ে যায়, তাহলে সেই মুবাল্লিগের জন্য প্রতি ওয়াক্তের নামাযে এক লক্ষ নামাযের সাওয়াব মিলবে, আর সেসব নামাযীদের নিজ নিজ নামাযের সাওয়াবও মিলবে। এতে করে বুঝা গেল, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামাযের সাওয়াবের হিসাবের পরিমাণ সৃষ্টি জগতের অনুমানের বাইরে। **আল্লাহ্ পাক** ইরশাদ করেন: وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ (পারা: ২৯, সূরা: কলম, আয়াত: ৩) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "আর অবশ্যই আপনার জন্য অশেষ পুরষ্কার রয়েছে।" এমনি রূপে সেসব মুসান্নিফেরা যাদের কিতাবাদি থেকে মানুষ হেদায়ত পাচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত লাখ লাখ মানুষের সাওয়াব তাঁদের পক্ষে মিলবে। হাদীসটি এই আয়াতে করীমার বিরোধী নয়। যেমন বর্ণিত হচ্ছে: لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۙ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "মানুষ আপন প্রচেষ্টা ব্যতিত কিছুই পাবে না।" (পারা: ২৭, সূরা: নজম, আয়াত: ৩৯) কেননা তার এই সাওয়াবের আধিক্য তার দ্বীন প্রচারের আমলেরই ফলাফল। আরও বলেন: এতে গোমরাহীর আবিষ্কারকগণ ও অন্যের নিকট এর প্রসার কারীগণ সবাই

www.dawateislami.net

শামিল রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট লাখ লাখ গুনাহ্ পৌঁছাতে থাকবে। (মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা)

‘নেককার’ বানানোর মেশিন হয়ে যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৎকাজের প্রতি প্রবল আগ্রহী হয়ে উঠুন। অন্যান্যদেরকে নামাযী বানানোর গুরুত্ব অনুধাবন করুন। যখনই আপনি জামাআত সহকারে নামায আদায় করার জন্য মসজিদের দিকে রওয়ানা হবেন অন্যান্যদেরকেও উৎসাহ দিযে সাথে নিয়ে যান। যারা নামায পড়তে জানে না,তাদের নামায শিক্ষা দিন। আপনার প্রচেষ্টায় একজনও যদি নামাযী হয়ে যায়, তাহলে যতদিন পর্যন্ত সে ব্যক্তি নামায পড়তে থাকবে, তার প্রত্যেক নামাযের সাওয়াব আপনিও পেতে থাকবেন। সাধারণত: ইশার নামাযের পর অনুষ্ঠিতব্য প্রায় ৪০ মিনিটের **দা’ওয়াতে ইসলামী**র **‘মাদরাসাতুল মদীনা’**য় ভর্তি হয়ে যান। এতে আপনি নিজেও কুরআনুল করীম শিক্ষা নিন, অন্যান্যদেরকেও শিক্ষা দিন। আপনার কাছে শেখা লোকেরা যখনই কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করতে থাকবে, আপনিও তাদের তিলাওয়াতের সাওয়াব পেতে থাকবেন। আপনিও সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন। অন্যান্যদেরকেও আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

www.dawateislami.net

আপনি যদি কাউকে একটি মাত্র সুন্নাত শিখিয়েছেন, এখন থেকে সে যখনই সেই সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকবে, আপনিও সেই সুন্নাতের উপর আমলকারীর ন্যায় সাওয়াব পেতে থাকবেন। এলাকায়ী দাওরা বরায়ে **নেকীর দাওয়াত** ও **মাদানী কাফেলায়** সুন্নাতে ভরা সফরের মাধ্যমে আপনি সহ অন্যান্যদের সংশোধনের জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়ে মুসলমানদেরকে নেককার বানানোর মেশিনে পরিণত হয়ে যান। তাহলে اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে এবং উভয় জাহানে কামিয়াব হয়ে যাবেন।

তেরে করমছে আয় করীম! মুঝে কোনছি শেয় মিলি নেহি,
ঝুলি হি মেরি তঁং হে তেরী ইহা কমি নেহি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে সারা বছর ইবাদতের সাওয়াব ও ...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কোন মুসলমান নেকী**র দাওয়াত** দিতে থাকে, তখন **আল্লাহ্ পাকের** রহমতের সাগরে ঢেউ উঠে। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: 'একদা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ্

www.dawateislami.net

عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: **হে আল্লাহ পাক!** যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে সৎকাজে আহ্বান করে এবং অসৎকাজে নিষেধ করে তার প্রতিদান কী? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: আমি তার প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে এক বছরের সাওয়াব লিখে দিই, আর তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়।' **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা)**

নেকির ভান্ডার

سُبْحٰنَ الله! আপনি যদি কাউকে নেকী**র দাওয়াত** দিয়ে থাকেন, তাহলে প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে পূর্ণ এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব পেয়ে যাবেন। মনে করুন, আপনি কোন সময় মসজিদে কেবল একজন ইসলামী ভাইয়ের সামনে ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিলেন, আর তাতে দুইটি পৃষ্ঠা পাঠ করে শুনালেন। এখন যদি সেগুলোতে সৎকাজের এবং মঙ্গলের বিশটি কথা বয়ান হয়ে থাকেন তাহলে দরস-শোনা সেই ইসলামী ভাইটি সে অনুযায়ী আমল করুক বা না করুক আপনার আমল-নামায় اِنْ شَآءَ الله বিশ বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখা হয়ে যাবে, আর যদি আপনার দরস শুনে সেই ইসলামী ভাইটি আমল করতে শুরু করে, তাহলে সে ব্যক্তি যতদিন আমল করতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আপনিও

www.dawateislami.net

সমপরিমাণ সেই আমলের সাওয়াব পেতে থাকবেন, আর যদি সে ব্যক্তি আপনার দরস হতে শেখা কোন সুন্নাত অপর কারো কাছে পৌঁছিয়ে থাকে, তাহলে এর সাওয়াব তারও মিলবে; আপনারও। এভাবে اِنْ شَآءَ الله আপনার সাওয়াব কেবল বাড়তেই থাকবে। আখিরাতে নেকী**র দাওয়াতে**র বিনিময়ে যে সাওয়াব মিলবে তা যদি কোন বান্দা দুনিয়াতেই দেখে ফেলে তাহলে একটি মূহুর্তও বৃথা যেতে দেবে না, সর্বদা নেকী**র দাওয়াতে**র সাড়া জাগিয়ে তুলবে।

মে নেকী কি দাওয়াত কি ধুমে মাচাঁও,
তু কর এয়ছা জযবা আতা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরস দেওয়ার সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেওয়াও নেকী**র দাওয়াতে**রই একটি মাধ্যম। অতএব সাহস করুন। শয়তানের পিছু ছাড়ুন। অলসতা পরিহার করুন, আর দিনে কম করে হলেও দুইটি দরস অবশ্যই দিন। মসজিদ দরস, চৌক দরস, বাজার দরস ইত্যাদির যে কোন একটি হলেও নিয়মিত প্রদান করুন। তাছাড়া সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন অবশ্যই ঘর দরসের

www.dawateislami.net

মাধ্যমেও বেশি বেশি সুন্নাতের মাদানী ফুল বিতরণ করুন। প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন। এ ব্যাপারে দুইটি হাদীসে মুবারকা শ্রবন করুন আর আনন্দে মেতে উঠুন। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার উম্মত পর্যন্ত কোন ইসলামী বিষয় পৌঁছিয়ে দিল, যা দিয়ে সুন্নাত কায়েম হবে কিংবা এর মাধ্যমে বাতিল আকীদা দূর করা যাবে, তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতী।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৪৬৬) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া: "**হে আল্লাহ পাক!** সে ব্যক্তিকে তুমি সতেজ রাখো, যে ব্যক্তি আমার হাদীস শ্রবন করে, স্মরণ রাখে আর অপর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৬৫)

দরসের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফয়যানে সুন্নাতের দরসের আগ্রহ বাড়াবার লক্ষ্যে আপনাদেরকে একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি। যেমন: বাবুল মদীনার (করাচী) বাসিন্দা এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্য তাঁর ভাষায় শুনুন। ১৪১০ হিজরীর (১৯৯০ সালে) কথা। আমি মারকাযুল আউলিয়ার (লাহোর) একটি জায়গায় চাকরি করতাম। সে সময়ে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাইও

www.dawateislami.net

সেখানে চাকরি করতেন। আমি একদা তাকে বললাম: আমাকে এমন কোন কিতাবের নাম বলুন যা পাঠ করে ইসলামী তরিকায় জীবন গড়তে পারা যায়। তিনি বললেন: আপনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'ফয়যানে সুন্নাত'** কিতাবটি কিনে নিন। জীবন-পরিক্রমা অনেক দূর এগিয়ে গেল। দিন-রাতের বিপদ-আপদে উদাসীন হয়ে জীবন কাটতে লাগল। তদুপরি দুনিয়াবী ব্যস্ততার কারণে কিতাবটি আর কিনা হল না। কিছু দিন পর **আল্লাহ পাকের** হুকুমে আমি বাবুল মদীনা (করাচী) ট্রান্সফার হলাম। এক দিন মাগরিব নামাযের জন্য কোন মসজিদে গেলাম। নামায শেষে আমি দেখতে পেলাম সাদা পোষাক পরিহিত মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে এক ইসলামী ভাই কোন কিতাব থেকে দরস দিচ্ছেন। আর কিছু ইসলামী ভাই দরস শুনছেন। আমিও সেই দরসে বসে গেলাম। আমার চোখ যখন সেই কিতাবটির উপর পড়ল, যে কিতাব দেখে দেখে সেই ইসলামী ভাইটি দরস দিচ্ছিলেন, দেখলাম তাতে লেখা ছিল **'ফয়যানে সুন্নাত'**। দেখতেই আমার পুরানো স্মৃতি ভেসে উঠে। এ তো তাহলে সেই কিতাব যেটি কেনার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন মারকাযুল আউলিয়ার (লাহোর) অমুক ইসলামী ভাইটি।

www.dawateislami.net

দরসের পর আমি ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আর তাদের কাছে ফয়যানে সুন্নাতটি অধ্যয়ন করার জন্য চাইলাম। তাঁরা দিয়ে দিলেন। এই কিতাবটি অধ্যয়ন করে আমার ভিতর সুন্নাত মোতাবেক আমল করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেল। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه ধীরে ধীরে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। আমার সাথে সাথে আমার তিনজন ভাইও اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

না নেকী কি দাওয়াত মে ছুছতি হু মুঝ ছে,
বানা শায়েখে কাফেলা ইয়া ইলাহী।
সায়াদাত মিলে দরসে ফয়যানে সুন্নাত,
কি রোযানা দো মরতবা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নবী করীম ﷺ এর দোয়াঃ

“আল্লাহ্ পাক তাকে সতেজ রাখুক, যে আমার হাদীস শুনে, স্মরণ রাখে এবং অপরের নিকট পৌঁছায়।”

(তিরমিযী, ৪/২৯৮, হাদীসঃ ২৬৬৫)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫৪০৩৫৮৯

কান্দিরপাড়, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৫৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net